যুগান্তর

তা: 05 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পিইসি পরীক্ষা এ বছর থেকেই বাতিলের দাবি

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

যুগান্তর রিপোর্ট

এ বছর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। শনিবার ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে মানববন্ধন করে তারা পরীক্ষা বাতিলে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

১৮ মে প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ মে এক বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী বছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে কোনো সমাপনী পরীক্ষা না নেয়া এবং কেবল অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

শনিবার অভিভাবকদের মানববন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার এখন পর্যন্ত পিইসি এবং জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত বহাল আছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, এ বছর এখন পর্যন্ত জেএসসি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত আছে। আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত আগামী বছর থেকে কেবল অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হবে। আসলে অষ্টম শ্রেণী প্রাথমিক স্তর হিসেবে পরীক্ষা একটা হবে না দুটি— সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ও মন্ত্রিসভায় এ ব্যাপারে সারসংক্ষেপ পাঠাব। সেখানেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। এদিকে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সামনে মানববন্ধনে অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ক্যাম্পাসের সামনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, এ পরীক্ষা চালুর মধ্য দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ধারা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। কোচিং-প্রাইভেট টিউশনি এবং নোট-গাইড ব্যবসা লাগামহীন হয়ে পড়েছে। যে বয়সে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী হয়ে জগত-জীবনের রহস্য, তার কার্যকারণ সম্পর্ক, আনন্দদায়ক পাঠের মধ্য দিয়ে কৌতূহল মেটানোর কথা, সেই বয়সে কোমলমতি শিশুরা পরীক্ষার চাপে পিষ্ট। আর এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অভিভাবকদেরও নাভিশ্বাস উঠছে। মানববন্ধনে শিশুরা 'বাচ্চাদের আনন্দময় শৈশব হরণ করা চলবে না', 'সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিল কর', 'গাইড বই বন্ধ কর'সহ বিভিন্ন স্লোগান লেখা ফেস্টুন বহন করে।

উত্তরার বিভিন্ন স্কুল থেকেও শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচির তথ্য পাওয়া গেছে। উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, এলপিএস স্কুল, নবাব হাবিবুল্লাহ স্কুল, পরশমনি স্কুল, উত্তরখান স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের সমন্বয়ে উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তারা পরীক্ষা বন্ধে প্রধানমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। অভিভাবকরা প্রশ্ন রাখেন, একজন শিক্ষার্থী কতবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেবে। সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, ২০১৭ সাল থেকে শুধু ৮ম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তাহলে কেন এই শিক্ষার্থীদের এ বছর ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষায়, আবার ২০১৯ সালেও ৮ম শ্রেণীর প্রাথমিক সমাপনীতে অংশ নিতে হবে। বক্তারা আরও বলেন, এ বছরের ৫ম শ্রেণীর পিইসি পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা না করা পর্যন্ত সারা দেশের স্কুলে স্কুলে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।